শিবঃ ওঁ

শৈব ধর্ম ও শৈবনীতি

শৈব উপনিষদ

শ্রী শ্রী কালাগ্নিরুদ্র উপনিষদ

[মূল শ্লোক এবং বঙ্গানুবাদ সহ]



অনুবাদিকা:- শ্রীমতি নমিতা রায় শৈব দেবীজী

https://issgt100.blogspot.com
https://shaivadharma.wordpress.com

প্রকাশনায়:

International Shiva Shakti Gyan Tirtha

(আন্তর্জাতিক শিব শক্তি জ্ঞান তীর্থ)

[Mobile Friendly Free E-book Version]

(সম্পূর্ণ বিনামূল্যে)

।। ওঁ পার্বতীপতয়ে নমোঽস্তু।।





• অনুবাদিকা:-
শ্রীমতি নমিতা রায় শৈব দেবীজী
(মহা পাশুপত অবধূতপরম্পরা অনুসারী) ,
শৈব-সনাতন ধর্ম প্রচারক,
সহ পরিচালিকা ISSGT,
শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ

• সম্পাদক:-
শ্রী নন্দীনাথ শৈব আচার্য জী
(মহা পাশুপত অবধূতপরম্পরা) ,
শৈব-সনাতন ধর্ম প্রচারক,
শৈব আচার্য, সভাপতি, প্রতিষ্ঠাতা ISSGT,
বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ

Email: issgt108@gmail.com
পুনঃ সম্পাদনায় ঃ- শ্রী সৌম্যনাথ শৈবজী

To visit Our Blog scan this QR Code

প্রথম সংস্করণ ঃ- আগষ্ট (শ্রাবণ) ২০২৪(১৪৩১বঙ্গাব্দ)
শ্রাবণ শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে এই উপনিষদ প্রকাশিত হলো।





প্রকাশনায়:-

International Shiva Shakti Gyan Tirtha - ISSGT

অনুবাদিকার নিবেদন –

শ্রীগুরু তথা পরমেশ্বর শিবের জয় হোক, মাতা পরাম্বিকা পার্বতী দেবীর জয় হোক, এই জয়োচ্চারণ দ্বারা আমার হৃদয়স্থিত কথার সামান্য অংশ আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত বর্ণনা করছি। আমি অতি সাধারণ একজন জীব, প্রভু শিবের প্রতি অদৃশ্য টান শৈশবকাল হতেই অনুভব করে আসছি, হয়তো একেই আধ্যাত্মিকতার ভাষায় ভক্তি বলে, বর্তমান সমাজে যেভাবে সঠিক বিধি অবগত না হয়েই মানুষেরা প্রভু শিবের পূজার্চনা করে থাকেন, আমিও সেভাবেই শিবার্চনা করতাম, সঠিক শৈব জ্ঞানের অভাব ছিল, কিন্তু মনের মধ্যে ছিল প্রভু পরমেশ্বর শিবকে জানবার প্রবল আকাঙ্খা, সময়ের ঢেউয়ের স্রোতে একসময় পরমেশ্বর শিবের অনুগ্রহেই International Shiva Shakti Gyan Tirtha - ISSGT -র সাথে যুক্ত হই, শ্রী নন্দীনাথ শৈব আচার্য জীর প্রেরণায় শৈব সনাতন ধর্মের অজানা পরমানন্দদায়ক শিবময় তত্ত্ব অবগত হতে থাকি, শ্রী রোহিত কুমার চৌধুরী শৈবজীর মাধ্যমে বিভিন্ন মতবাদ ও দর্শনসমূহের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে থাকি, শ্রীমতি রুদ্রাণীনাথ শৈব দেবীজীর পরম উৎসাহে আমার হৃদয়ে দৃঢ়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে শৈব সনাতন ধর্মের জন্য কিছু সেবা করে এ তুচ্ছ মানবজীবনকে সার্থক করবার । বেশকিছুদিন আদি সনাতন শৈবপরম্পরার বিষয়ে অনুশীলন করবার পর একদিন মহামান্য শ্রী নন্দীনাথ শৈব আচার্য জী আমাকে একটি মহান কার্যের দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি পরমপবিত্র "কালাগ্নিরুদ্র উপনিষদ" হিন্দি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করবার নির্দেশ দেন । আমি সত্যিই নিজেকে আগে কখনো এতটা সৌভাগ্যবতী হতে পারবো তা ভাবতে পারিনি। অথচ, পরমেশ্বর শিবের কি অপার অনুগ্রহ ! আমার হাত থেকে বাংলার তথা বিশ্বে শৈবধর্মের এই পুনঃপ্রতিষ্ঠার মহানযজ্ঞে আমার মতো তুচ্ছ জীব প্রভু শিবের শৈব ধর্মের অন্যতম বৈদিক শাস্ত্র কালাগ্নিরুদ্র উপনিষদের বঙ্গানুবাদ করানোর মহান সুযোগ দিয়েছেন। আমি নিজের সবটুকু সংযত চিত্তের দ্বারা অতি সন্তর্পনে এই অনুবাদ কার্য করেছি, যার সম্পাদনা করেছেন স্বয়ং মহামান্য শ্রী নন্দীনাথ শৈব আচার্য জী। আমি গুরু স্বরূপ এনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলাম, কারণ , এনাদের প্রেরণা ছাড়া এই কার্য করা সম্ভবপর ছিল না । আমার এই ক্ষুদ্র চেষ্টার মাধ্যমে শৈব সনাতনীদের জ্ঞান বৃদ্ধি হোক, সকলের মঙ্গল হোক, সকলের মধ্যে শিবজ্ঞানের জ্যোতি প্রকাশিত হোক, এই সমগ্র জগৎ শৈবময় হয়ে উঠুক এই প্রার্থনা করি পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর শিবের কাছে ।

সাক্ষাৎ দক্ষিণামূর্তি স্বরূপ মহামহেশ্বরাচার্য শ্রীঅভিনবগুপ্ত শৈবাচার্য তথা সকল শৈব গুরুগণের চরণের উদ্দেশ্যে এই উপনিষদ উৎসর্গ করলাম । ॐ শিবার্পণমস্তু ॥

– শ্রীমতি নমিতা রায় শৈব দেবীজী
[সহ পরিচালিকা, আন্তর্জাতিক শিব শক্তি জ্ঞান তীর্থ (ISSGT)]

সম্পাদকের নিবেদন –

পরমেশ্বর শিবের অশেষ কৃপায় শৈব সনাতনীদের মহারত্নস্বরূপ কালাগ্নিরুদ্র উপনিষদ বাংলা ভাষাতে অনুবাদ করা হয়েছে, আমি নিজেই শরভ উপনিষদ ও দক্ষিণামূর্তি উপনিষদ বঙ্গানুবাদ করে শৈব উপনিষদ গুলির অনুবাদের কার্যক্রম আরম্ভ করেছিলাম। এরপর আমি যখন অনুভব করেছিলাম যে, শ্রীমতি নমিতা রায় শৈব দেবীজীর মধ্যে শৈবদের জন্য বিশেষ কার্য করবার যোগ্যতা তৈরি হয়েছে, তখন আমি তাকে এই কালাগ্নিরুদ্র উপনিষদ অনুবাদ করবার দায়িত্ব প্রদান করি, আর তিনিও সেই দায়িত্বকে অত্যন্ত যত্নের সহিত পালন করেছেন, যা দেখে আমি অত্যন্ত প্রসন্নতা লাভ করেছি, শ্রীমতি নমিতা রায় শৈব দেবীজী বহু সনাতনী শৈব নারীর আদর্শ বলে বিখ্যাত। তার এই মহান কার্যের দ্বারা সমগ্র নারীশক্তির মর্যাদা প্রতিস্থাপিত হয়েছে এবং আমাদের সমাজের সমস্ত নারীদের কাছে প্রেরণার একটি মহৎ দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি চেয়েছিলাম যে, পরমেশ্বর শিবের এই শৈব সংস্কৃতির প্রচারে নারীগণও পুরুষদের ন্যায় সমানভাবে এগিয়ে আসুক ও নিজেদের শ্রেষ্ঠ গুণের আলোর দ্বারা সমাজকে সঠিক শিক্ষায় পরিচালিত করুক। সেই কারণে, এই কার্যক্রম আরম্ভ করবার নির্দেশ দিয়েছিলাম । আর তা বাস্তবায়িত হয়েছে দেখে আমি পরমেশ্বর শিবের কাছে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

কালাগ্নিরুদ্র উপনিষদে মূল আলোচ্য বিষয় হল, পরমেশ্বর শিবের ত্রিপুণ্ড্র তিলক ভস্ম দ্বারা ধারণ করবার পদ্ধতিকে নিয়ে। যা আমাদের শৈবদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আচার। ভস্ম দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র দেহের বিভিন্ন স্থানে অঙ্কন করে ধারণ করা শৈব-সনাতনীদের অপরিহার্য বৈদিক তথা শৈবাগমের পরমপবিত্র শৈবরীতি।

ত্রিপুণ্ড্র তিলক ধারণের যে মন্ত্রগুলি ব্যবহার করা হয় সেই বিষয়ে যাবতীয় তথ্য ও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উপনিষদের মধ্যে উল্লেখ্য অতি সংক্ষিপ্ত মন্ত্রগুলির সম্পূর্ণ রূপ তথ্যসূত্র সহযোগে বেদ শাস্ত্র থেকে তুলে ধরা হয়েছে। যাতে পাঠকবৃন্দ এবিষয়ে সহজেই অবগত হতে পারেন।

এই কালাগ্নিরুদ্র উপনিষদ সাক্ষাৎ শ্রুতিশাস্ত্র, অর্থাৎ বেদবাক্য। কারণ, মুক্তিকা উপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ১ম খণ্ডের ৩২নং মন্ত্রে "মৈত্রায়ণী কৌষীতকী বৃহজ্জাবালতাপনী । কালাগ্নিরুদ্রমৈত্রেয়ী সুবালক্ষুরিমন্ত্রিকা" – কালাগ্নিরুদ্র উপনিষদের উল্লেখ রয়েছে।

এরই সাথে মুক্তিকা উপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ২য় খণ্ডের ৩নং মন্ত্র "অমৃতনাদ কালাগ্নিরুদ্র ক্ষুরিকা সর্বসারশুক রহস্যতেজোবিন্দু...কৃষ্ণযজুর্বেদগতানাং...সহ নাববত্বিতি শান্তিঃ" – এ কালাগ্নিরুদ্র উপনিষদকে কৃষ্ণ-যজুর্বেদ - এর অন্তর্গত বলা হয়েছে। এই উপনিষদের শান্তি মন্ত্র হল – "সহ নাববত্বু.." ইত্যাদি বেদমন্ত্র ।

সুতরাং এই বেদ শাস্ত্রের অংশ বৈদিক কালাগ্নিরুদ্র উপনিষদ শাস্ত্রে উল্লেখিত প্রত্যেকটি বাক্য সর্বাগ্রে মান্য।

এই মহারত্নের ন্যায় মঙ্গলকারী কালাগ্নিরুদ্র উপনিষদ অধ্যয়নকারী ব্যক্তির শিবজ্ঞান বর্ধিত হোক, এই প্রার্থনা করি । ॐ শিবার্পণমস্তু ॥

– শ্রী নন্দীনাথ শৈব আচার্য

[প্রতিষ্ঠাতা, আন্তর্জাতিক শিব শক্তি জ্ঞান তীর্থ (ISSGT)]

১. কালাগ্নিরুদ্র উপনিষদ মূল আলোচ্য বিষয়ঃ-

॥ শিবঃ ওঁ ॥

॥ অথ কালাগ্নিরুদ্রোপনিষৎ ॥

ওঁ গণেশায় নমঃ। শ্রী গুরবে নমঃ। নমঃ শিবায়।

ওঁ সহ নাববতু । সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য করবাবহৈ ।

তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥

তমীশানং জগতঃ তস্তূষস্পতিং ধিযঞ্জিন্বমবসে হূমহে বয়ম্।

পূষা নো যথা বেদসামসদ্ বৃধে রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে ||

প্রয়তঃ প্রণবো নিত্যং পরমং পুরুষোত্তমম্ |

ওঙ্কারং পরমাত্মনং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু ||

|| ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ||



(শৈব ত্রিপুন্ড্র তিলক)

।। কালাগ্নিরুদ্রোপনিষৎ।।

ॐ অথ কালাগ্নিরুদ্রোপনিষদঃ
সংবর্তকোঽগ্নির্‌ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ
শ্রীকালাগ্নিরুদ্রো দেবতা
শ্রীকালাগ্নিরুদ্রপ্রীত্যর্থে
ভস্মত্রিপুণ্ড্রধারণে বিনিয়োগঃ ॥ ১ ॥

সরলার্থ — এই কালাগ্নিরুদ্রোপনিষদ -এর ঋষি হলেন সংবর্তক অগ্নি , ছন্দ - অনুষ্টুপ্‌ এবং দেবতা - শ্রীকালাগ্নিরুদ্র । ভগবান শ্রীকালাগ্নিরুদ্রদেবের প্রসন্নতার জন্য ভস্ম ও ত্রিপুণ্ড্র ধারণে ইহার বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে ॥ ১ ॥

অথ কালাগ্নিরুদ্রং ভগবন্তং সনৎকুমারঃ পপ্রচ্ছ
অধীহি ভগবংস্ত্রিপুণ্ড্র বিধিং সতত্ত্বং
কিং দ্রব্যং কিয়ৎস্থানং কতিপ্রমাণং কা রেখা
কে মন্ত্রাঃ কা শক্তিঃ কিং দৈবতং
কঃ কর্তা কিং ফলমিতি চ ॥ ২ ॥

সরলার্থ – কোনো একসময় সনৎকুমারজী ভগবান শ্রীকালাগ্নিরুদ্রদেবকে প্রশ্ন করলেন – হে ভগবন্‌ ! ত্রিপুণ্ড্র বিধি তত্ত্বসহিত আমাকে বোঝানোর কৃপা করুন। ত্রিপুণ্ড্র কী ? তার স্থান কোনটি ? তার প্রমাণ (রূপ/আকার) কেমন প্রকার তার রেখার সংখ্যা কয়টি ? তার মন্ত্র কোনটি ? তার শক্তি কী ? তার দেবতা কে হন ? কর্তা কে হন ? তথা তার ফল কী হবে ? ॥ ২ ॥

তং হোবাচ ভগবানকালাগ্নিরুদ্রঃ যদ্ দ্রব্যং তদাগ্নেয়ং ভস্ম
সদ্যোজাতাদিপঞ্চব্রহ্মমন্ত্রৈঃ পরিগৃহ্যাগ্নিরিতি
ভস্ম বায়ুরিতি ভস্ম জলমিতি ভস্ম
স্থলমিতি ভস্ম ব্যোমেতি ভস্মেত্যনেনাভিমন্ত্র্য ॥ ৩ ॥

সরলার্থ — এই কথা শুনে ভগবান শ্রীকালাগ্নিরুদ্রদেব সনৎকুমারজীকে বুঝিয়ে বললেন যে, ত্রিপুণ্ড্রের দ্রব্য হল - **অগ্নিহোত্রের(অর্থাৎ হোমযজ্ঞের) ভস্ম ।** এই পবিত্র ভস্ম **"সদ্যোজাতাদি পঞ্চব্রহ্ম"** মন্ত্র পাঠ করে ধারণ করতে হয়। **"অগ্নিরিতি ভস্ম, বায়ুরিতি ভস্ম, জলমিতি ভস্ম, ব্যোমেতি ভস্ম, স্থলমিতি ভস্ম"** - নামক মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করা হয় থাকে ॥ ৩ ॥

[পরমব্রহ্ম শিবের পাঁচটি মুখের মন্ত্রকে পঞ্চব্রহ্ম মন্ত্র বলে, এই মন্ত্র সদ্যোজাত নামক মন্ত্র থেকে আরম্ভ হয়]

পঞ্চব্রহ্ম মন্ত্র —

(১) সদ্যোজাত মন্ত্র : ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমো নমঃ।
ভবে ভবেনাতি ভবে ভবস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ ॥

(২) বামদেব মন্ত্র : ওঁ বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমঃ শ্রেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো বলবিকরণায় নমো বলায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্বভূত দমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ ॥

(৩) অঘোর মন্ত্র : ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ সর্বশর্বেভ্যো নমস্তে অস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ ॥

(৪) তৎপুরুষ মন্ত্র : ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি । তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥

(৫) ঈশান মন্ত্র : ওঁ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানাং ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবো মে অস্তু সদাশিব ওঁ॥

(পঞ্চব্রহ্ম মন্ত্রের তথ্যসূত্র : কৃষ্ণ-যজুর্বেদ/ তৈত্তিরীয় আরণ্যক / ১০ম প্রপাঠক/১৭-২১ নং অনুবাক)

◆ **ভস্ম অভিমন্ত্রিত করবার মন্ত্র** — **ওঁ** অগ্নিরিতি ভস্ম বায়ুরিতি ভস্ম জলমিতি ভস্ম স্থলমিতি ভস্ম ব্যোমেতি ভস্ম সর্বংহ বা ইদং ভস্ম মন এতানি চক্ষূংষি ভস্মানি যস্ মাদ্ ব্রতমিদং পাশুপতং যদ্ ভস্ম নাঙ্গানি সংস্পৃশেত্ তসমাদ্ ব্রহ্ম তদেতৎ পাশুপতং পশুপাশ বিমোক্ষণায় ।

(অথর্ববেদ/অথর্ব-শির/৫নং মন্ত্র)

মানস্তোক ইতি সমুদ্ ধৃত্যমা নো মহান্তমিতি জলেন সংসৃজ্য
ত্রিয়ায়ুষমিতি শিরোললাটবক্ষঃ স্কন্ধেষু
ত্রিয়ায়ুষৈস্ত্র্যম্বকৈস্ত্রিশক্তিভিস্তির্যক্তিস্রো ॥ ৪ ॥

সরলার্থ — **'মা নস্তোক[১]'** মন্ত্র দ্বারা ভস্ম আঙুলের উপর নিয়ে তথা **'মা নো মহান্[২]'** মন্ত্রে জল দিয়ে ভিজিয়ে **'ত্রিয়ায়ুষং[৩]'** এই মন্ত্র দ্বারা কপালে, বক্ষে এবং কাঁধে তথা **'ত্রিয়ায়ুষ[৪]'** এবং **'ত্র্যয়ম্বক[৫]'** মন্ত্র দ্বারা তিনটি শক্তিসম্পন্নরেখা অঙ্কন করে নিতে হবে ॥ ৪ ॥

(১) মা নস্তোকে তনয়ে মা নঽ আয়ুষি মা নো গোষু মা নোঽ অশ্বেষু রীরিষঃ।

মা নো বীরান্ রুদ্র ভামিনো বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিৎ ত্বা হবামহে ॥

(শুক্ল-যজুর্বেদ/অধ্যায় ১৬/মন্ত্র নং ১৬)

(২) মা নো মহান্তমুত মা নোঽ অর্ভকং মা নঽ উক্ষন্তমুত মা নঽ উক্ষিতম্ ।

মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং মা নঃ প্রিয়াস্তন্বো রুদ্র রীরিষঃ ॥

(শুক্ল-যজুর্বেদ/অধ্যায় ১৬/মন্ত্র নং ১৫)

(৩) ত্রায়ুষং জমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্রায়ুষম্ ।

যদ্ দেবেষু ত্রায়ুষং তন্নোঽস্তু ত্রায়ুষম্ ॥

(শুক্ল-যজুর্বেদ/ অধ্যায় ৩/ মন্ত্র নং ৬২)

(৪) ওঁ ত্র্যম্বকম্ যজামহে সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম্ ।

উর্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ওঁ ॥

(শুক্ল-যজুর্বেদ/অধ্যায় ৩/মন্ত্র নং ৬০)

রেখাঃ প্রকুর্বীত ব্রতমেতচ্ছাম্ভবং

সর্বেষু দেবেষু বেদবাদিভিরুক্তং

ভবতি তস্মাত্তৎসমাচরেন্মুমুক্ষুর্ন পুর্নভবায় ॥ ৫ ॥

সরলার্থ —— ভস্ম দ্বারা এই ত্রিপুণ্ড্র রেখা অঙ্কিত করার নাম - শাম্ভব ব্রত। এই ব্রতের বর্ণনা বেদজ্ঞরা সমস্ত বেদে করেছেন। যে মুমুক্ষুব্যক্তি এই আকাঙ্খা রাখেন যে, তাকে যেন পুনরায় জন্ম না নিতে হয়, তবে সেই ব্যক্তির এই **“শাম্ভব ব্রত”** ধারণ করা উচিত ॥ ৫ ॥

অথ সনৎকুমারঃ পপ্রচ্ছ প্রমাণমস্য
ত্রিপুণ্ড্রধারণস্য ত্রিধা রেখা
ভবত্যাললাটাদাচক্ষুষোরামুর্ধ্নোরাভ্রুবোর্মধ্যতশ্চ ॥ ৬ ॥

সরলার্থ – এই কথা শোনার পর সনৎকুমারজী প্রশ্ন করলেন যে, ত্রিপুণ্ড্রের তিনটি রেখা ধারণ করার প্রমাণ(দূরত্ব আদি) কী ? ভগবান শ্রী কালাগ্নিরুদ্রদেব উত্তর দিয়ে বললেন এই তিনটি রেখা দুই নেত্রের(চক্ষুর) ভ্রূমধ্য(কপালের বাম দিক থেকে ডানদিকের কপাল পর্যন্ত) থেকে আরম্ভ করে স্পর্শ করতে থেকে ললাট-মস্তক পর্যন্ত ধারণ করতে হবে ॥ ৬ ॥

যাস্য প্রথমা রেখা
সা গার্হপত্যশ্চাকারো
রজোভূর্লোকঃ স্বাত্মা ক্রিয়াশক্তির্‌ঋগ্বেদঃ
প্রাতঃসবনং মহেশ্বরো দেবতেতি ॥ ৭ ॥

সরলার্থ – ত্রিপুণ্ড্রের প্রথম রেখা গার্হপত্য অগ্নিরূপ, 'অ' কার রূপ, রজোগুণরূপ, ভূলোকরূপ, স্বাত্মকরূপ, ক্রিয়াশক্তিরূপ, ঋগ্বেদস্বরূপ, প্রাতঃসবনরূপ তথা মহেশ্বরদেবরূপ ॥ ৭ ॥

যাস্য দ্বিতীয়া রেখা
সা দক্ষিণাগ্নিরুকারঃ সত্বমন্তরিক্ষমন্তরাত্মা-
চেচ্ছাশক্তির্যজুর্বেদো মাধ্যন্দিনং সবনং
সদাশিবো দেবতেতি ॥ ৮ ॥

সরলার্থ – (ত্রিপুণ্ড্রের) দ্বিতীয় রেখা দক্ষিণাগ্নিরূপ, 'উ' কার রূপ, সত্ত্বরূপ, অন্তরিক্ষরূপ, অন্তরাত্মারূপ, ইচ্ছাশক্তিরূপ, যজুর্বেদরূপ, মাধ্যন্দিন সবনরূপ এবং সদাশিবরূপ ll ৮ ll

যাস্য তৃতীয়া রেখা সাহবনীযো মকারস্তমো
ধৌর্লোকঃ পরমাত্মা জ্ঞানশক্তিঃ সামবেদস্তৃতীয়সবনং
মহাদেবো দেবতেতি ll ৯ ll

সরলার্থ – (ত্রিপুণ্ড্রের) তৃতীয় রেখা আহবনী অগ্নিরূপ, 'ম' কার রূপ, তমরূপ, দ্যুলোকরূপ, পরমাত্মা রূপ, জ্ঞানশক্তিরূপ, সামবেদ রূপ, তৃতীয় সবনরূপ তথা মহাদেবরূপ ll ৯

এবং ত্রিপুণ্ড্রবিধিং ভস্মনা করোতি
যো বিদ্বান্ব্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থো যতির্বা
স মহাপাতকোপপাতকেভ্যঃ পূতো ভবতি
স সর্বেষু তীর্থেষু স্নাতো ভবতি
স সর্বান্বেদানধীতো ভবতি
স সর্বান্দেবাঞ্জ্ঞাতো ভবতি
স সততং সকলরুদ্রমন্ত্রজাপী ভবতি
স সকলভোগান্ভুঙ্ ক্তে দেহং ত্যক্ত্বা শিবসাযুজ্যমেতি ন
স পুনরাবর্ততে ন স পুনরাবর্তত
ইত্যাহ ভগবানকালাগ্নিরুদ্রঃ ll১০ll

সরলার্থ – এইভাবে ত্রিপুণ্ড্র বিধি অনুসারে যে কোনো ব্যক্তি অর্থাৎ যেমন - ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাসী ভস্ম ধারণ করেন, সেই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মহাপাতক ও উপপাতক থেকে মুক্ত হয়ে যান। তিনি সমস্ত তীর্থ স্নান সমান পবিত্র হয়ে যান। তিনি সমস্ত বেদ অধ্যয়নের এর ফল প্রাপ্ত করেন। তিনি সমস্ত দেবতাকে জানবার সামর্থ লাভ করেন। তিনি সমস্ত প্রকার সুখভোগপ্রাপ্ত করবার পর অন্তিমকালে পরমেশ্বর শিবের শিবলোক প্রাপ্ত করেন। তিনি আর পুনঃজন্ম গ্রহণ করেন না। এই প্রকারে পরমেশ্বর ভগবান কালাগ্নিরুদ্রদেব সনৎকুমারজীকে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করবার বিধির বর্ণনা দেন ॥১০॥

যস্ত্বেতদ্বাধীতে সোঽপ্যেবমেব ভবতীত্যোং সত্যমিত্যুপনিষৎ ॥ ১১ ॥

॥ ইতি কালাগ্নিরুদ্রোপনিষৎ ॥

সরলার্থ – যে মনুষ্য এই কালাগ্নিরুদ্র উপনিষদ অধ্যয়ন করেন তিনিও এইরূপ (অর্থাৎ শিবরূপ) হয়ে যান। এই ওঁ কার-রূপ সাক্ষাৎ শিবই সত্য। এইরূপ এই উপনিষদটি ॥ ১১ ॥

॥ কালাগ্নিরুদ্র উপনিষদ সম্পূর্ন ॥

|| শিবঃ ওঁ ||

ওঁ সহ নাববতু । সহ নৌ ভুনক্তু । সহ বীর্য করবাবহৈ ।

তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ॥

তমীশানং জগতঃ তস্তুষস্পতিং ধিযঞ্জিন্বমবসে হূমহে বয়ম্।

পৃষা নো যথা বেদসামসদ্ বৃধে রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে ||

প্রয়তঃ প্রণবো নিত্যং পরমং পুরুষোত্তমম্ |

ওঙ্কারং পরমাত্মনং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু ||

|| ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ||

সম্পূর্ণ

।। শিবঃ ওঁ।।

To Visit Our Blog Scan This QR Code





Visit Our Page - INTERNATIONAL SHIVA SHAKTI GYAN TIRTHA

Visit Our Blog- https://issgt100.blogspot.com

https://shaivadharma.wordpress.com

শৈব সনাতন ধর্ম সদা বিজয়তে

হর হর মহাদেব